দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

স্কুলবাস চালু করা বাধ্যতামূলক করুন

যানজট রাজধানী ঢাকা শহরের নানাবিধ প্রকট সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা। ইহার দরুন প্রতিদিন রাজধানীবাসীর সহস্র সহস্র শ্রমঘণ্টার অপচয় হইয়া থাকে। জরুরি চার/পাঁচটি কাজ লইয়া সকালে বাসা হইতে বাহির হইলে যানজটের কারণে সন্ধ্যা অবধি বড়জোর দুইটি কাজ কোনক্রমে সারা যায়। ইহাতে শ্রমঘণ্টা ও শ্রমশক্তির যে কি নিদারুণ বিনষ্ট হয় উহা ভাবিলেই পথিক-পরাণ মুষড়াইয়া পড়ে বৈকী!

রাজধানীতে যানজটের হাজারো কারণ রহিয়াছে। ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই যানজট নিরসনের জন্য একেক সময় একেক রকম উদ্যোগ আয়োজন করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্যাবধি এক্ষেত্রে কোন সাফল্য অর্জিত হয় নাই। তবে বিশেষ করিয়া নগরীর অভিজাত এলাকাগুলি যেমন: বনানী, গুলশান, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, বেইলী রোডে অনেকগুলি সরকারি-বেসরকারি স্কুল থাকায় এসব স্থানে যানজট মারাত্মক আকার ধারণ করিয়া থাকে। গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। বিশেষত স্কুল শুরু ও শেষের সময় ঐসব এলাকার রাস্তাঘাট তীব্র যানজটের কবলে পড়িয়া হাঁস-ফাঁস করিতে থাকে। জরুরি কোন কাজে বাহির হইবার উপায়ও থাকে না তখন। এ দৃশ্য শুধু যে অভিজাত এলাকাতেই দৃশ্যমান তাহা নহে। অন্যত্র যেখানে স্কুল আছে সেখানেও একই অবস্থা দেখা যায়। দীর্ঘক্ষণ যানজটের কারণে বিপুলসংখ্যক যানবাহন ঠায় দাঁড়াইয়া থাকায় এইসব এলাকায় এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যাহা সব বিচারেই অনভিপ্রেত, অসহ্যতো বটেই। এইসব এলাকার অধিকাংশ স্কুলই বেসরকারি স্কুল। অবস্থাপন্ন ঘরের ছাত্র-ছাত্রীরাই এসব স্কুলে ভর্তি হইয়া থাকে। ফলে নিজস্ব প্রাইভেট কারে করিয়া তাহারা স্কুলে আসে এবং স্কুল শেষে বাড়িতে যায়। এক একটি প্রাইভেট কার এইভাবে মাত্র একজন, বড়জোর দুইজন ছাত্র-ছাত্রীকে বহন করিতে পারে। এ ধরনের এক বা দুইজনকে বহনকারী যানবাহনগুলি রাস্তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে পার্ক করিয়া রাখার দরুন পথচারী ও অন্য যানবাহনগুলিকে নিত্যদিনই সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হইতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীকে নামাইয়া দেওয়ার পর ছুটি না হওয়া পর্যন্ত অনেক গাড়ি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। ইহা আইনসিদ্ধ না হইলেও এই দেশে কে কাহার তোয়াক্কা করে? অথচ, স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি এক্ষেত্রে স্কুলবাসের বন্দোবস্ত করিতেন তাহা হইলে শিক্ষার্থী-অভিভাবক, পথচারী এলাকাবাসী সকলেই খানিক নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাইতো। এক একটি স্কুলবাসে কমপক্ষে ৩০/৩৫ জন শিক্ষার্থীকে বহন করা সম্ভব, ফলে দুইটি প্রাইভেট কার যে পরিমাণ জায়গা লয় সেখানেই ৩০/৩৫ জন শিক্ষার্থী বহনকারী একটি বাসের স্থান সংকুলান হইতে পারে। এমনিভাবে সবগুলি স্কুলই এ জাতীয় বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ লইলে যানজট অনেকটা লাঘব হইবে নিশ্চয়ই। এক্ষেত্রে সরকারেরও আগাইয়া আসা দরকার বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। স্কুলবাসের জন্য কর্তৃপক্ষ ছাত্রপ্রতি নির্ধারিত মাসিক ভাড়া ধার্য্য করিয়া এই ব্যবস্থা সহজেই চালু করিতে পারে। তাহাছাড়া কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকেও এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে।

এইসব স্থানের নামি-দামি স্কুলগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সুতরাং স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত পরিবহন সার্ভিসের ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা। মনে রাখা দরকার যে, এমনিতেই আবাসিক এলাকায় স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করায় ঐসব এলাকার আবাসিক চরিত্র দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হইতেছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই সকল শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু থাকায় এখন হুট করিয়া এগুলি যে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইতে পারিবে না সে কথাতো বলাই বাহুল্য। তথাপি, আমরা মনে করি প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষ অন্তত এই দুঃসহ যানজট লাঘবের ব্যাপারে স্কুলবাস চালুর উদ্যোগ লইলে মানুষ খানিক পরিত্রাণ পাইতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত-ইহাকে তাহাদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসাবেই দেখা। স্কুলবাস না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী আবার ছোট ছোট রিকশা-ভ্যান বা রিকশায় যাতায়াত করে যাহা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সরকারি কর্মচারীরা নিরাপত্তাজনিত কারণে তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে অফিসের গাড়িতে শিক্ষালয়ে পাঠাইয়া থাকে। ইহাতে সরকারি কোষাগারের উপরও যে চাপ পড়িতেছে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

এমনিভাবে রাজধানী শহরের বাসিন্দারা নিজ অর্থ, সময় এবং সরকারি কোষাগারের টাকা অপচয় করিতে বাধ্যই হইতেছে বলা চলে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য-এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, মমত্বপূর্ণ মন লইয়া আগাইয়া আসুন এবং দয়া করিয়া একটা কিছু করুন। স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আসা-যাওয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা রাখিতে বাধ্য করুন।